http://www.elearninginfo.in

পিণ্ডদান

পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদের আলোয় কঙ্কালটা ধবধব করছিল। অকলঙ্ক শুভ্রতা করোটিকা থেকে পাদাঙ্গুলি-মূল-শলাকা পর্যন্ত জুঁইফুলের পাপড়ির মতো স্নিগ্ধ আভা ছড়াচ্ছিল। খেঁটে গাছখানায় শরীরের ভর রেখে কঙ্কালটাকে দেখতে দেখতে দশরথের লোলচর্ম দেহ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানাপচা জল ঝরছিল। চোখ থেকে বিফলতার দুঃখে ঝরছিল সরযু নদীর ধারা।

বড়ো দুঃখ দশরথের মনে। এ কঙ্কালটাও আস্ত নয়, নিখুঁত নয়। যতদিন শরীরে পেশী রক্ত-মাংস-চামড়া থাকে, ততদিন বোঝা যায় না গো। কত কষ্ট দশরথের। প্রথমে পালবাবুকে খবর দিতে হয়। বলতে হয় 'হোথা দেখলাম ঘাট ছেড়ে সব আঘাটায় লেমে লাইতে লাইতে সিটাই ঘাট করে লিছে বাবু। তবে ঘাটে পুঁতা আছে মনে লেয়।'

পালবাবু বললেন 'শালা, আড়াই বছরে কতগুলান মরেছে দশরথ? শালার একটা পুষ্করণী বাকি নাই?'

বোসবাবু বলেন 'মেরেছে, আর পাথর ইটের খলিতে পুরে পাঁকে ফেলেছে দাদা। তা বাবা দশরথ, ঘাটে মড়া পুঁততো বলে আঘাটায় বউ ঝি চানে নামে এ তুমি মোক্ষম ধরিছিলে।'

একথা শুনে দশরথ হাসে। তারপর রাতে-ভিতে জলে নামে। কঙ্কাল তোলে এবং সযত্নে চুনে ও ব্লিচিং-এ মুছে সাফ করে। কঙ্কালগুলি দেখলেই দশরথের মনে প্রজ্বলন্ত স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতা যুগপৎ কেলি করতে থাকে। তরুণ কঙ্কাল সব, সেই জন্যে স্নেহ। পালবাবু আর বোসবাবুর কাছে পৌঁছে দিলেই টাকা পায় দশরথ, সেই জন্যে কৃতজ্ঞতা। টাকা পেলেই দশরথ সর্বাগ্রে মদ কেনে।

কুসি ওর গায়ে মদ মালিশ করে দেয়, বোতল থেকে ঢেলে দেয়। দশরথ বলে 'কবজি মোটা হয় লাই! গোড়ালি মোটা হয় লাই, বুঝি দানা ছিল জগতে? আহা, মায়ের ছেলা গো! বাপ পিণ্ড পাবে লাই, ই কি কম দুস্ক?'

কুসি বলে 'তো খালভরার কথায় তরিবৎ লাই। ছেলাগুলা অকালে মরে তার তরে দুস্ক করিস না?'

দশরথ হ হ করে হাসে। বলে 'আমি কি বলি তোরা যেয়ে মরগা? তবে মরছিল বুল্যে তোর কোমরে গোটাদানা উঠল না কি বল?'

'মর গা, পিচাশ।'

দশরথ ভেবে পায় না ও কিসে পিশাচ হল। ও মারে নি ছেলেদের, পুকুরে ডোবায় ফেলেনি। ও তো শুধু কঙ্কাল তোলে, পালবাবুদের দেয়, নিজে কমিশন নেয়। এই কাজ ও আগেও করত, এখনও করে। অযোধ্যার কোনো গ্রামে ওর বাড়ি ছিল, প্রসন্নতোয়া সরযুর তীরে ছিল জনাইয়ের ক্ষেত, এখন আর মনে পড়ে না কিছু। তিন বছর বয়স থেকে ও এই শহরে। মেডিক্যাল কলেজে বেওয়ারিশ মড়া শটিত করে শ্বেতশুভ্র কঙ্কাল

বের করে নিতে ওর জোড়া ছিল না। তখনও রামের মা ওকে ঘেন্না করত, কাছে আসতে দিত না। অথচ দশরথ জানে কঙ্কাল হল মানবশরীরের স্থির ও পবিত্রতম পরিণতি। আর সবই পচনশীল, অশুচি, অস্থায়ী।

রামের মা মরে গেছে। রামের জন্যে দশরথ ভাবে না। রাম দু বছর হল জেল খাটছে। কোন্ জেল, তা দশরথ জানে না। কিন্তু পালবাবু বলে রাম ভালো আছে। বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে মিশে ওর পাখা গজিয়েছিল। জেলখানায় পাথর ভেঙে রাম ধীরে ধীরে শাতিতপক্ষ হচ্ছে।

'সব ঠিক আছে।' পালবাবু বলে।

'হুঁ বাবু।' দশরথ মাথা নাড়ে। পালবাবুতে ওর অগাধ বিশ্বাস। তাছাড়া, ছেলের ধার ধারে না দশরথ। এখনও ও চাল কেনে, খাসির মাংস, মদ। এখনও ও কুসির বিগততিরিশ দেহে সাপ খেলাতে পারে। ছেলে জেলে আছে। ভালো আছে। দশরথের বাবাও কুসির মতো একজনকে নিয়ে ভালো থাকত। ছেলের ধার ধারত না। দেহ জরাবলি হবার পরও তার শরীরে পৌরুষ ছিল। দশরথেরও আছে। বাপ মরেছে খবর পেতে দশরথ পিণ্ড দিয়েছিল। রামও দেবে।

তবে জেল থেকে রাম বেরোলেই দশরথ বলবে 'তু বিয়েটা করে লে বাপ। টাকা আমি দিব।' বিয়ে করলে রাম হয়তো থিতোবে। অমন দাপিয়ে বিশ্বসংসারকে শত্রু করে তুলবে না। কিন্তু টাকা যেন জমতে চায় না।

একটি নিখুঁত কঙ্কাল পায় না দশরথ। যারা পৃষ্ঠবংশ-গলবিল-হৃৎপিণ্ড-মূত্রাশয়ে ছুরি নিয়ে মরেছিল ; অস্থিসংস্থান যাদের অটুট ছিল। সেই নিষ্কলঙ্ক কঙ্কালগুলো যে কারা নিয়ে গেল! দশরথ যাদের টেনে টেনে তোলে, তাদের করোটিকা-অক্ষকাস্থি-জঘন-কপাল-উর্বস্থি অংসফলক-পঞ্জরাস্থি, চূর্ণিত, ভাঙা খুঁতো। কোনো কোনো কঙ্কালের শরীরের প্রতিটি অস্থি চূর্ণিত, তাও দশরথ দেখেছে।

সে কঙ্কালে বেশি টাকা পায় না দশরথ।

আজ পূর্ণচাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না-ধোয়া কঙ্কালটি দেখে দশরথ তাই কাঁদল। পা ও হাতের আঙ্গুলের একটি হাড় নেই, পাঁজরায় শামুক আটকে আছে। কবে দশরথ একখানা আস্ত কঙ্কাল পাবে, কবে পাবে একখানা বড়ো নোট? চোখ মুছে দশরথ সযত্নে কঙ্কালটি বস্তায় পুরল। মোড়ের পাগড়িকে একটা টাকা দিল, কুসির ভাইটার জন্যে একটা টাকা কানের পেছনে গুঁজল। তারপর চলে গেল পালবাবুর বাড়ি।

পালবাবুর ঘরে সারারাত বাতি নেবে না। সমানে কঙ্কাল আসে আর যায় এ-ঘরে, তাই বাতি জ্বেলে পালবাবু বসে থাকেন আর মদ খান। রাত হলেই উনি ঘুমোতে ভয় পান। কেবলই মনে হয় দশরথ বা নিধিরাম বা চৈতন্য ওঁকে জাগ্রত না পেলে চলে যাবে দত্তরায়বাবুর কাছে। জীবনে যাদের প্রতি নিয়ত ক্রোধ হতো, মনে হতো তারা না জন্মালেও দেশের দশের চলে যেত বেশ, মনে হতো উত্তর-চল্লিশ লোকগুলোর আরও সুখভোগের পথে তারা কাঁটা, মৃত্যুতে তারা বড়ো দামি। জীবনে যারা ঘাতকতাড়িত হয়ে একটি দরজা খোলা পায়নি, মৃত্যুতে তাদের জন্যে দরজার পর দরজা খোলা।

তাই পালবাবু, রক্তরাঙা চোখে বসে থাকেন, আজও ছিলেন। কঙ্কালটা দেখে বললেন 'আস্ত মাল ল' দেখি দশরথ। তুই পাস না। অরা পায় ক্যামনে?'

'আনব বাবু।'

দশরথ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। তারপর বলল 'মাল দেন, খাই। ই শালারে উঠাতে চারবার ডুব দিয়েছি জানেন? বুক দিয়ে শিক ফুঁড়ে কাদায় পুঁতা করেছিল, তা শালা উঠতে আর চায় না।'

পালবাবু মদ দিলেন। বললেন 'ভাল মাল না পাইলে আর আনবি না।'

'না।'

দশরথ যেন শপথ নিল। টিউবের আলোয় বড়ো অপরিচিত দেখাল ওকে, আদিম যুগের প্রেত যেন। দীর্ঘদেহ, চামড়ায় জরা, চোখে লালসা, মাথা নেড়া, সিক্ত কটিবস্ত্রে ঝাঁজি। চোখ লাল, ঘোলাটে, স্ফীত। পালবাবুর ভয় ভয় করল। মনে হল অনেক মদ খেয়ে ওকে একটা গোপন সংবাদ দিয়ে ফেলেন, সাহস হল না।

'কাল সি ওষুধ কোম্পানির দিঘিতে যাব। হোথা মাল আছে।'

'মাল ত সবোই, কী মাল?'

'পুলিশের খবর আজ্ঞা, ভালো মাল হবে।'

'দেখ।'

'ছেলেটা কবে খালাস হবে বাবু?'

'দেখি, খোঁজ নেই।'

পালবাবু চোখ নামালেন। অস্বস্তি, ভয়। একটু সময় নিয়ে বললেন 'ছেলের তরে মন পুড়ায়, দশরথ?'

'লা বাবু। মন পুড়ায় কই। আমার বাপ মোরে দেখে লাই। আমিও রামরে দেখি লাই। আমি আমার দমে জীইব। উ উয়ার দমে জীইবে। মরব যখন, পিণ্ড দিবে।'

'দিবে?'

'দিবে। লইলে মোর গতি হবে লাই, তা উ জানে।'

'ল, এখন যা।'

ওষুধ কোম্পানির বাগানে পূর্বতন মালিকদের স্থাপিত নগ্নিকা অপ্সরা দেবশিশুর মূর্তি। প্রতিপদের চাঁদ। রক্ষীটি অদূরে দাঁড়িয়ে অস্বস্তিতে মারা যাচ্ছিল। অভিপ্রেত এক নিখুঁত কঙ্কালের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে দশরথ যে কী দেখছে আর দেখছে।

'চল দশরথ, যা।'

'যাই।'

দশরথ মুখ তুলল। ওর মুখে বিচিত্র হাসি, না কী? হাসি নয়? কঙ্কালের গলা থেকে অতি যত্নে ও রুপোর হারটা খুলল। একটা পদক। ভবানীপুরের গোপাল স্যাকরা গড়েছিল। দশরথ আঙুল বোলাল। 'রামলাল' লেখাটা এখনও খোদাই করা আছে। হারটা ও গেঁজেয় পুরল।

তারপর, রক্ষীটিকে মূঢ় ও ভীত করে দশরথ বড়ো যত্নে কঙ্কালটিকে কাঁধে ফেলল, হাত বোলাল, কশেরুকায়। বলল 'বস্তাটা পাশ বরাবর ফেড়ে ঢেকে নাও কেনে?'

কঙ্কালটি সযত্নে ঢেকে নিয়ে দশরথ পাঁচিল টপকে বেরিয়ে গেল। বুকের মধ্যে পর্বততুল্য তরঙ্গ আছড়াচ্ছে। দশরথ বলল 'আমায় বুঝাছিল তু জেলে আছিস বাপ। বাপো আমার আমি জানতাম তু জেলে আছিস!'

যে মাংস-পেশী-রক্ত-শিরা-চুল-চামড়াকে দশরথ এতদিন অপবিত্র বলে জেনেছে, এখন তার জন্যে বুকে অভিশপ্ত প্রেতরা হাহাকার করল। যে কঙ্কালকে মনে হতো মানবশরীরের চরম ও পবিত্রতম পরিণতি, এখন তাকেই মনে হল অপচয়। দশরথের চোখে সরযু নদীর ধারা। আর সে পিণ্ড পাবে না। চরম দৈহিক ভোগসুখে লিপ্ত থেকে মরে যাবার ইচ্ছে ছিল ওর, জেনে যাবার ইচ্ছে ছিল পৃথিবীতে কোথাও ওর নাম বেঁচে থাকবে, কেননা রাম রইল। দশরথ নিষ্ফল শোকে মাথা নাড়ল। আবার বলল 'কখুনো জানি লাই বাপ আমার'। কত স্নেহে ও কঙ্কালটির পাঁজরা জাপটে ধরল, জীবিত পুত্রকে দশরথ এমন করে আলিঙ্গন করেনি।

পালবাবু ওকে একশো এক টাকা দিলেন।

দশরথ নিধিরামকে ডাকল, চৈতন্য মদ কিনল দশ বোতল, লাথি মেরে ও শুঁড়িকে ডেকে তুলল।

কুসি বলল 'এত রাত পিঁয়াজ কাটব, সবাই মদ খাবা? তুমি কি পাগল হয়েছ?'

দশরথ বলল 'চুপ যা মাগি। ই মদ লয়, আমারে আমি পিণ্ডি দিছি! রাম মোরে আবার রাজা করে দিয়্যাছে, তু জানবি কী? ক্যারেও বলতে দিব না দশরথ অপিণ্ডিয়া ছিল।'

অমৃত/১৯৭৩ খ্রি.